দৈনিক ইনকিলাব

28 FEB 2003

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত ইংরেজী বিষয় শিক্ষকদের বিড়ম্বনা

দেশে ইংরেজী শিক্ষকদের স্বল্পতা ও শূন্যতা উপলব্ধি করে ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৬ সালে বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬০ বছর চাকরির মেয়াদোত্তীর্ণ ইংরেজী শিক্ষকদের সরকার প্রদত্ত বেতন-ভাতাদি প্রদানপূর্বক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের আদেশ দেন। ২০০১ সালের অক্টোবরে মন্ত্রণালয় মৌখিক আদেশে মহাপরিচালক, শিক্ষা অধিদফতরকে এ ধরনের শিক্ষকদেরকে সরকার প্রদত্ত বেতন-ভাতা প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। উপরোক্ত সময়ের পূর্বের এবং পরবর্তী নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা এ আদেশের শিকার হয়ে হতাশায় ভুগছেন। ইতিপূর্বে ভুক্তভোগী শিক্ষকরা জাতীয় পত্রিকায় তাদের আরজি পেশ করেছেন, সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দও সপক্ষে বলেছেন। শোনা যায়, এ ধরনের আনুমানিক সহস্রাধিক শিক্ষক আইনের আশ্রয় নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন। ইংরেজীর প্রধান পরীক্ষক হিসেবে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সাপেক্ষে ম্যানেজিং কমিটি আমাকে ২০০২ আগস্ট হতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার পর শিক্ষাবোর্ডও অনুমোদন করে। ঢাকায় শিক্ষাভবনে যোগাযোগ করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে আমাকে বিদায় করা হয়। মন্ত্রণালয়ে যেগাাযোগ করেও কোন সুরাহা পাওয়া যাচ্ছে না। বিদ্যালয় কমিটিও টাকা প্রদানে রাজি নয়। একে তো অবসর-উত্তর শিক্ষক জীবন তদুপরি অর্থ সংকোচন- এ উভয়ের পাল্লায় পড়ে হতাশায় ভুগছি। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রতা বোধগম্য নয়। দীর্ঘদিন পার হবার পর চটজলদি একটা সিদ্ধান্ত দিলে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। সিদ্ধান্ত না বোধক হলে বিদ্যালয় হতে বিদায়ের প্রস্তুতি নিতে হয়। মন্ত্রণালয় বিষয়টি কি আর একটু ভেবে দেখবেন?

-আঃ রাজ্জাক
প্রধান শিক্ষক
লালমোহন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
থানা ও পৌরসভা লালমোহন, জেলা- ভোলা